দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 MAR 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

174

উপজেলা পরিক্রমা

মেহেন্দিগঞ্জ

বরিশাল, ১৩ মার্চ (সংবাদদাতা)।— বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বৃটিশ আমলে এ উপজেলার সাথে কোলকাতা বন্দরের নৌপথে স্টীমার যোগাযোগ ছিল। বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই এই উপজেলা থানা হিসেবে পরিগনিত হয়ে আসছে। বর্তমান সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় ১৯৮৩ সালের ১৫ এপ্রিল মেহেন্দিগঞ্জকে উপজেলার মানে উন্নীত করা হয়। ১৪৭.৯৬ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এই উপজেলায় রয়েছে ১২টি ইউনিয়ন। মোট গ্রামের সংখ্যা ১৩৪টি। ১৯৮৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই উপজেলার লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ।

যোগাযোগ

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার প্রধান সমস্যা হচ্ছে যোগাযোগ সমস্যা। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, উপজেলাকে একটি বিচ্ছিন্নদ্বীপে পরিণত করে রাখা হয়েছে। এই উপজেলায় কোন পাকারাস্তা নেই। উপজেলা সদর থেকে জেলা সদর পর্যন্ত সড়কপথে যোগাযোগ না থাকায় নৌপথে লঞ্চই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। মাত্র ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করতে লঞ্চে ৫ ঘন্টা সময় লেগে যায়। বরিশাল পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণের কয়েকবার উদ্যোগ নেয়া হলেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা আদৌ গ্রহণ করা হয়নি।

বিদ্যুৎ

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার চেয়ে অনেক অনুন্নত উপজেলাকে বিদ্যুতায়িত করা হলেও এই উপজেলাকে আজও বিদ্যুতায়িত করা হয়নি। এই উপজেলাবাসীদের যুগযুগের বিদ্যুতের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। বৃহত্তর ভেড়ামারা লাইন থেকে এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ২ বছর আগে খুঁটি পোতা হয়েছে। টাওয়ারের অভাবে এই কাজ অনির্দৃষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

শিক্ষা

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় ২টি কলেজ, ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি বালিকা বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১১১ টি। পাতারহাট আর সি কলেজের ছাত্রাবাসটি শিক্ষকরা দখল করে আছেন। কলেজে কেন্টিন নেই। ছেলেদের কমনরুম নেই। নেই খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম। ডিগ্রী ক্লাসে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে শহরে গিয়ে পড়াশুনা করতে হয়। কলেজটি সরকারীকরণের জন্য দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে।

চিকিৎসা

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সদরে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্তই অপ্রতুল। আটজন ডাক্তারের পদ থাকলেও বর্তমানে মাত্র তিনজন ডাক্তার রয়েছেন। বিদ্যুতের আভাবে এক্স-রে করা যাচ্ছে না। অপারেশন রুম নেই। উন্নতমানের যন্ত্রপাতির অভাবে জটিল অপারেশন রোগীদের বরিশাল পাঠিয়ে দেয়া হয়। আউটডোর রোগীদের স্বল্পমূল্যের ট্যাবলেট ছাড়া কিছুই দেয়া হয় না। উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নে সরকারী ক্লিনিক থাকলেও ডাক্তার এবং ওষুধ নেই।